তারিখ 25 JUL 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

দৈনিক
আমাদের সময়

বিড়ম্বনায় পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী

রুমানা রাখি ●

প্রায় এক বছর আগে কুমিল্লা থেকে ঢাকায় এসে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে ভর্তি হন লিমন। পড়ার পাশাপাশি পরিবারকে সাহায্য করার লক্ষ্যেই চাকরি করেন একটি কল সেন্টারে। চাকরির কারণে প্রতিদিন ক্লাসে যেতে পারেন না বলে লিমন আমাদের সময়কে জানান। তিনি জানান, শিক্ষকদের অনুমতি নিয়ে সপ্তাহে একদিন ক্লাস করতাম প্রথম থেকেই। তবে সাম্প্রতিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুপস্থিতিজনিত শিক্ষার্থীদের জন্য যে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে তাতে অফিস ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান তিনি।

জঙ্গি আতঙ্ক

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী রাহাত জানান, ঈদের পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ৬ দিন পরও মায়ের অসুস্থতার কারণে ক্লাসে উপস্থিত হতে পারেননি। ৬ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় এসে তিনি জানতে পারেন– ১০ দিন অনুপস্থিত থাকার কারণে যে তালিকা করা হচ্ছে সেখানে তার নাম উঠেছে। এ বিষয়ে রাহাত আমাদের সময়কে জানান, এর আগেও ক্লাসে অনুপস্থিত ছিলাম। এবার এসে তালিকায় নিজের নাম দেখে কিছুটা শঙ্কিত। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে অনুপস্থিত থাকার কারণ বলায় তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থী জানান, নিজেদের তাগিদেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাসে থাকার চেষ্টা করি। তবে এ ধরনের নির্দেশনা কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছে। অসুস্থতা বা পারিবারিক কোনো সমস্যার কারণে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকতেই পারি। কিন্তু এই অনুপস্থিতির কারণ কাকে বা কোথায় জানানো হবে তা জানা নেই বেশিরভাগ

এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৬

বিড়ম্বনায় পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী

(শেষ পৃষ্ঠার পর) শিক্ষার্থীর। একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শিক্ষার্থীরা অনুপস্থিত থাকার কারণ কোথায় জানাবে তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে জানা নেই। তিন থেকে চার দিন যাওয়ার পর ক্লাস শিক্ষকরা নিজ দায়িত্বে আলাদা করে একটি তালিকা তৈরি করছে বলেও জানান বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টরা।

তথ্যমতে, রাজধানীতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৯৫টি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে ৪ লাখ ৪৬ হাজার। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থী রয়েছে আড়াই লাখ। এ ছাড়া বিভিন্ন কোর্সে নৈশকালীন মাস্টার্স করছেন প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থী। তাদের বেশিরভাগই চাকরিজীবী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক আমাদের সময়কে জানান, সরকারি বিশ্ববিদ্যায়গুলোয় শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি দেখাই যায় না। তারা প্রতিদিনই ক্লাস করার চেষ্টা করে। তারপরও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অবশ্যই দেখতে হবে। যদি কোনো শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এমন অভিযোগ ওঠে তার খোঁজ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

নর্থ সাউথের শিক্ষার্থী তানিসা এনা বলেন, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ দিনের বেশি ছুটি নেওয়ার জন্য উপযুক্ত প্রমাণ ও তথ্য নিয়ে ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানের অনুমতিসাপেক্ষে রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করতে হবে। নর্থ সাউথের তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের ছাত্র রুমি রায়হান জানান, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেশ বেড়েছে। কারও যদি ১০ দিনের বেশি ছুটি দরকার হয় তাদের উপযুক্ত কারণ দর্শানো ও অভিভাবকের অনুমতিসহ আবেদন করতে হবে। এই অনুপস্থিত থাকার কারণ কোথায় বা কার কাছে জানাতে হবে এবং প্রক্রিয়াটি সহজ করা হলে শিক্ষার্থীদের সুবিধা হবে বলেও মনে করেন এই শিক্ষার্থী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ১০ জুলাই এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানো হয়, কোনো শিক্ষার্থী ১০ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে তার প্রাথমিক একটি তালিকা করে অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তারপর অনুপস্থিতির কারণ সন্দেহজনক প্রতীয়মান হলে লিখিতভাবে শিক্ষার্থীদের তথ্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসককে অবহিত করবেন। মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কাছে দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের এরূপ অনুপস্থিতির তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কাছে দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগের সিনিয়র প্রভাষক সৈয়দা আখতার জাহান আমাদের সময়কে বলেন, আমরা সবসময় চাই শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহজ হোক। পৃথিবীতে এখন যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তার পেছনে কাজ করছে একটা হীনমন্যতা, অস্থিরতা, অবসাদ, ভুল ব্যাখার মতো বিষয়। সেই অস্থির সময় কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা শিক্ষকরা সব সময় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পছন্দ করি। এখন তরুণদের সামনে যে সমস্যাটা এসে দাঁড়িয়েছে সেটি কীভাবে মোকাবিলা করা যায় সেটাও সবাই মিলে ভাবতে হবে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের এটা ভাবা ঠিক নয় যে, শিক্ষকরা প্রতিপক্ষ। তারা আমাদের এসব তথ্য কেন সংগ্রহ করছেন। একটি পরিবারের সদস্যরা সবাই সবার খোঁজখবর রাখবেন সেটিই স্বাভাবিক। এটি বুঝতে হবে।

শিক্ষার্থীরা ১০টি ক্লাস টানা অনুপস্থিত থাকলে তাদের খোঁজখবর নিতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে সৈয়দা আখতার জাহান বলেন, দেখা গেছে কারও পারিবারিক সমস্যার কারণে একটি সেমিস্টার ড্রপ দিতে চাইছেন। এগুলো স্বাভাবিক। এসব তথ্য আমাদের কাছে থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। তিনি আরও বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা মানসিক বয়ঃসন্ধি পার করছেন। ঢাকা শহর একটা অনাত্মীয় শহর। এখানে মানুষ অনেক বেশি একাকিত্ব বোধ করেন। ক্লাস-পড়াশোনার বাইরে অনেক সময় থাকে। সেটি কীভাবে কাজে লাগাতে হবে তা ভালো করে বুঝতে হবে। আমরা অনেককে এ সময়টা ভালো ভালো বই পড়ে কাটানোর পরামর্শ দিয়ে থাকি। পাবলিক বা প্রাইভেট ভেদাভেদ না করে সবাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী– এটাই বড় পরিচয়। তাদের সবার ক্ষেত্রেই আমাদের যত্নবান হতে হবে। যত্নবান হওয়া মানে কিন্তু খবরদারি নয়, এটাও মাথায় রাখতে হবে।